নীলার তারা ভরা রাত

মাহবুব জামান আশরাফী

আজ নীলার জনয্ খুব আনন্েদর একটি দিন হওয়ার কথা ছিল। তাই খুব সকালে নীলা ঘুম থেকে উঠে গেছে। ঘুম থেকে উঠে গেছে বললে হয়তো ভুল ই হবে কারন উত্েতজনায় সারা রাত ঘুমাতেই পারেনি। আর এ এই নিঘুর্ম রাতের কারন হচ্েছ সন্ধয্ায় ওর husband দেশে ফিরবে।

খুব সকালে উঠেই শশুর শাশুড়ির জনয্ নাস্তা বানানোর কাজ টা সেরে নিয়ে আসিফ এর পির্য় সব ডিশ রান্না করতে শুরু করল নীলা। তখন অনেক ৬ টার মত বাজবে। কিন্তু রান্না করতে যেয়েই বুঝতে পারল মারাত্মক একটা ভুল হয়ে গেছে। রান্না করতে তো তেল লাগবে। কিন্তু তেল তো একেবারেই অল্প আছে। এদিকে বুয়া আসতে ১০ টা বাজবে। তাই অত কিছু না ভেবে নিজেই বেড়িয়ে পড়ল তেল কিনতে।

যেহেতু ওর husband আসিফ কানাডায় থাকে তাই বিয়ে করেই আসিফ কিছুদিন পর চলে যায় কানাডা। এর পর নীলা বেশির ভাগ সময় ই মার বাড়ি কাটিয়েছে। তাই এই এলাকা টা ওর তেমন পরিচিত না। বাসার গেট দিয়ে বেরিয়ে কোন দিকে যাবে বুঝতে পারছে না। দোকান পাট কিছু এমনিতেই ওর চেনা নাই। আবার এত সকালে কোনও দোকান খুলেছে কিনা তা ও একটা চিন্তার বিষয়।

তবে ভাগয্ ভালই বলতে হবে নীলা দেখল একটা ছোট্ট ছেলে এদিকেই আসছে সাথে তার বাবা ও আছে স্কুল বয্াগ ঝোলানো কাঁধে নিশ্চই সকাল সকাল স্কুল যাচ্েছ।

অত কিছু চিন্তা না করে নীলা লোকটা কে জিজ্ঞেস করল
-excuseme ভাইয়া ঐ দিকে কি কোনও দোকান খুলেছে ?

লোকটা উত্তর দিল
-জি আপা ঐ-তো সামনে , সামনে যেয়ে পাশে যে গলিটা গেছে না ? তার শেষ মাথায় দোকানটা খুলেছে ...

নীলা -ওহ, আচ্ছা অনেক যাক বাচা গেল, thnx ভাইয়া

লোক - আচ্ছা আচ্ছা
বলে লোকটা চলে গেল।

যেই কথা সেই কাজ। নীলা লোকটা দেখানো পথে চলল। লোকটার কথা মত গলিটা পেল, গলি ধরে হাটতে হাটতে বুঝল দোকান টা বেশ দুরে তবে এটাই আনন্েদর বিষয় দোকানটা নীলা পেল।

নীলা -ভাই দুই লিটার সয়াবিন তেল দেন তো ,

দোকানী ঘুম ঘুম চোখ নিয়ে একটা টুল এর উপর উঠে উপরের তাক থেকে দুই লিটার তেল নামাল। বোতলটায় বেশ ধুলো ময়লা ছিল। মুছে দিতে দিতে বলল আপা ২১৮ টাকা।

টাকার কথা টা শুনতেই মুখটা কাল হয়ে গেল নীলার। এত তারা হুড়া করতে যেয়ে ভুলে টাকাটাই নিয়ে আসে নি । নীলা কি বলবে ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেল।

দোকানী খুব বুদ্ধিমান সম্ভবত। সে বুঝতে পারল কোনও একটা সমসয্া হয়েছে। বলল
- আপা পরে দিয়েন, সাত সকালে দুকান খুলেছি , পর্থম customer ই যদি জিনিস ফিরিয়ে দিয়া যায় তাহলে bad luck.

লোকটার কথা শুনে নীলা ভীষণ অবাক হল। নীলা ভাবল লোকটা ওকে চিনে না জানে না অথচ ২১৮ টাকা বাকি দিয়ে দিবে ? লোকটার কথা শুনে নীলার মনটা ভীষণ ভাল লাগল। নীলা বলল
-না ভাই আমি এটা রাখেন আমি ভুলে টাকা না নিয়ে চলে আসছি, আমার বাসা এখানেই আমি টাকা টা নিয়ে এসে নিয়ে যাচ্ছি।

দোকানী - না আপা আরে আপনি এটা নিয়ে চিন্তা করেন না, আপনি এদিকে আসা যাওয়ার পথে এক সময় দিয়ে যায়েন। আপনি নেন তো, কোনও সমসয্া নাই। বলে অমায়িক একটা হাসি দিল দোকানী যেন কত দিন এর পরিচয়। এমন ভাবে কথা টা বলল যে নীলা না করতে পারল না। তেল টা নিয়ে ভাবল বুয়া আসলে তাকে দিয়ে টাকা টা পাঠিয়ে দিবে।

কিন্তু ঐ যে তারা হুড়া হুরুস্থুল কোনটা রেখে কোনটা করবে , কি খেতে পছন্দ করে আসিফ এই সব চিন্তা আর কাজের চাপে নীলা ভুলেই গেল দোকানী কে টাকাটা পৌঁছে দিতে।

নীলার husband যখন লাগেজ নিয়ে বেরিয়ে এল তখন রাত ৮ টার কাছা কাছি সময় হবে। ভীষণ আনন্দে জড়িয়ে ধরল ও আসিফ কে। আসিফ ও ভীষণ খুশি। বিয়ের পর মাতর্ ১ মাস এর মত ছিল দেশে। এবার অনেক বড় ছুটি নিয়ে এসেছে। নীলা কে নিয়ে যাওয়ার প্লান ও আছে।

ফেরার পথে সেই দোকানটার সামনে দিয়েই ওদের গাড়ি যাচ্ছিল নীলার হঠাৎ মনে পড়ল ভীষণ একটা ভুল হয়ে গেছে।

দরুত গাড়ী থামিয়ে আসিফকে বলল একটু বোস আমি আসছি।

আসিফ বলল আরে আরে কই যাও দাড়াও আমিও আসছি।

দুজনই বের হল। দোকানিকে তার টাকা বুঝিয়ে দিয়ে দেরি হয়ে যাওয়ার জনয্ খুব করে ক্ষমা চাইল। দোকানি বলল ছি আপা কি বলেন এটা কোনও বয্াপার না।

চলে আসবে নীলা এমন সময় আসিফ বলল এই দাড়াও , নীলা অবাক হল কি ?

আসিফ দোকানীকে বলল এই দুই পয্াকেট বয্ানসন দে তো ,

আসিফের কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল নীলার, না বয্ানসন চেয়েছে বলে না। আসিফ smoke করে এটা নীলা জানে। এবং ছেলেরা এমন এক আধটু করে বলে মেনেও নিয়েছে সে। নীলার মন খারাপ হল লোকটাকে তুই তুকারি করায়। অনেকেই হয়তো করে তখন হয়তো নীলার খারাপ লাগে না কিন্তু আজ হঠাৎ খুব খারাপ লাগল,

এসব ভাবছিল নীলা আসিফ এমন করল , লোকটা কত সদয় ছিল হয়তো লোকটা নিজেও কিছু মনে করে নি , হঠাৎ ঠাস করে একটা শব্দ শুনল নীলা , আঁতকে উঠল নীলা দোকানে তার বাম হাতটা তার গালে দিয়ে

রেখেছে, দোকানীর চোখ টল মল করছে, কিন্তু মুখে সেই হাসি , sorry sir i am extremely sry আমি পাল্টে দিচ্ছি ...

আসিফ - এই শালা_ পু_ তুই আমার সাথে ইংলিশ ফুটাস খা_ _র পো_ (কিছু শব্দ দেওয়া হয়নিপাঠক বুঝে নিবেন) বলে আবার হাত টা উঁচু করতেই নীলা ধরে ফেলল আসিফের হাত । বলে টেনে টেনে নিয়ে আগিতে উঠল। ডরাইভার কে বলল ভাই যাও।

আসিফ নীলার দিকে বিরক্তির সুরে বলল what nonsense, rubbish, just rubbish এই সব দোকানি ডরাইভারদের ভাই, আপনি এই সবের মানে কি ? যত্তসব third class attitude practice করার কোনও মানে হয়না, for god sake কিছুদিন পর আমার সাথে তুমি কেনাডা (কানাডা) যাবে, be smart! come on, বলে খুব তাচ্ছিলেয্র একটা ভঙ্গী পর্কাশ করল আসিফ।

এখন রাত পর্ায় চার টা , অনেক আনন্দ হয়েছে পুরো বাসায়, নিকট সব আত্মীয় সব্জন সবাই এসেছে , নীলার বাবা মা ও এসেছে। সবাই আজ খুব খুশি। Celebration শেষে ক্লান্ত হয়ে আসিফ ঘুমাচ্ছে। বুক ভরা সব্প্ন নিয়ে আজকের সকালটা শুরু হয়েছিল কিন্তু আজকে রাতটা নীলার জনয্ মন খারাপ করা রাত । আজকের ঘটনা গুলো বার বার ওর চোখের সামনে ভেষে উঠছে। ভীষণ খারাপ লাগছে ওর। গত তিন বছর নীলা কত সব্প্ন দেখেছে ও। দীঘর্ একটা নিশব্াস ফেলল নীলা , ওর রুমের জানালা দিয়ে সুন্দর বাতাস আসছে , আকাশ টা ও দেখা যায় ওর জানালা দিয়ে। আজকের রাতের আকাশে মেঘ নেই অনেক তারা দেখা যাচ্ছে। অনেক রাত এমন তারা দেখেই কাটিয়ে দিয়েছে নীলা। কত রাত আসিফ ওর পাশে শুয়ে থাকবে আসিফ এর বুকে মাথা রেখে দুজন মিলে তারা দেখবে বলে সব্প্ন বুনেছে নীলা!